জননেত্রী শেখ হাসিনার বাণী

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষা আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত দেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রশ্নটি যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি তখন, ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে "বিশ্বাসঘাতক" আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে আটক রাখে। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিশালায় অসহনীয় নির্যাতনের মধ্যে এবং প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। তাঁর জন্য কবর খনন করা হয়েছিল। তাঁর মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলা হয় । বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাঁর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দিতে। বাঙালি জাতির বিজয়ের ফলেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। স্বয়ং জাতির জনক তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'অন্ধকার হতে আলোর পথে যাত্রা' হিসেবে (A Journey from darkness to light)।

স্বদেশে তাঁর দৃপ্ত প্রত্যাবর্তন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের যেসকল নেতিবাচক দিক দেখা দিয়েছিল তা সামাধানে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের মাটি থেকে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ভারতে ফিরে যাওয়া, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে আনা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য সংস্থা, জাতিসংঘ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিশ্বের উলেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান, এক কোটি শরণার্থীর পুর্নবাসন, বিধ্বস্ত অবকাঠামোসহ সামগ্রিক অর্থনীতির পুর্নবাসন, সংবিধান প্রণয়ন, সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ, বিমান) পুনর্গঠন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পুনর্গঠন, সিভিল প্রশাসনের পুনর্গঠন হতে শুরু করে সবকিছু তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়।
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধবংসস্তুপের ওপর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গড়ে তুলেছিলেন একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব জাতিকে সেদিন যে নতুন দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল তা বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের ভিত মজবুত করে গড়ে তোলে।

আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি এই ঐতিহাসিক দিবসকে আমাদের পালন করতে হবে নতুন আঙ্গিকে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা নিয়ে আমাদেরকে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছেন, সে ষড়যন্ত্র পুনরায় জাল বিস্তার করছে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গ্রাস করতে। ঘাতক-দালালদের হাতে আজ জাতির চেতনা বিপন্ন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তা আজ যুদ্ধাপরাধী ও তার দোসরদের হাতে জিম্মি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জানুয়ারির এই ঐহিতাসিক দিনে দেশবাসীকে সংগ্রামের শপথে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।